কুরআন-হাদীসের আলোকে

শান্তি প্রতিষ্ঠায় রাসূলুল্লাহ সা.-এর

গৃহীত নীতিমালা

[গবেষণামূলক বিশ্লেষণ]

ড. মুফতী মুহাম্মদ মানজুরুর রহমান



শান্তি প্রতিষ্ঠায় রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর গৃহীত নীতিমালা

পবিত্র কুর'আন-হাদীসের আলোকে গবেষণামূলক বিশ্লেষণ

ড. মুফতী মুহাম্মদ মানজুরুর রহমান

সহকারী অধ্যাপক

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ

এম.ফিল; পি-এইচ.ডি- চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম

(পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক পি-এইচ.ডি স্কলারশীপ প্রাপ্ত)

বি.টি.আই.এস. (অনার্স); এম.টি.আই.এস (মাস্টার্স) ই.বি, কুষ্টিয়া

কামিল ট্রিপল (আদব, তাফসীর, ফিক্‌হ), অল থ্রু ফাষ্ট ক্লাস

প্রকাশনায়

আশরাফিয়া বুক হাউস

ইসলামী টাওয়ার (দোকান নং ৬)

১১/১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

০১৯১১০০৬৮০৬, ০১৬১১০০৬৮০৬

ashrafiabook@gmail.com

/ashrafiabookhouse

www.ashrafiabookhouse.com

প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আহসান উল্লাহ (আহসান সাইদ)
ভাইস চ্যান্সেলর
ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, বাংলাদেশ।
মোবাইল- ০১৭০৫-৪০৮০০০

অভিমত

বিশ্বের প্রত্যেক মানুষই শান্তি কামনা করে। এ বিশাল পৃথিবীটা তখন অশান্তির চরম দুঃসময় অতিক্রম করছিল। অধীর প্রতীক্ষায় চাতকের মতো চেয়েছিল একজন মুক্তিকামী শান্তিরদিশারী মহামানবের দিকে, যিনি পৃথিবীর অবিন্যস্ত অবয়বটা পাল্টে দিয়ে নতুন করে ঢেলে সাজাবেন পৃথিবীকে, অফুরন্ত আলোর ছোঁয়ায় শান্তিতে উদ্ভাসিত করে দেবেন বিশ্বের প্রতিটি জনপদকে। মানব জাতির পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ধর্মনীতি, সমরনীতি, ব্যক্তিগত, রাষ্ট্রীয় শাসন ও বিচার, বাণিজ্য ও কৃষি, আন্তর্জাতিক আইন-কানূন, প্রভৃতি জীবন পরিচালনার সঠিক কাঠামোর রাসূলুল্লাহ (সা.) প্রদান করেছেন।

''শান্তি প্রতিষ্ঠায় রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর গৃহীত নীতিমালা'' শিরোনামে গ্রন্থটির রচয়িতা গবেষণা করে তথ্য উপাত্তের ভিত্তিতে সমাজে সংহতি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা; অহংকার করা মারাত্মক অপরাধ; যিনা-ব্যভিচার করা মারত্মকভাবে হারাম; যেনা ব্যভিচারের ভয়ানক পরিণতি; চোগলখোরী করা হারাম; শান্তি প্রতিষ্ঠায় মানব মর্যাদা, অপরকে হত্যা যেমন হারাম, তেমনি আত্মহত্যাও হারাম; জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসের জুলুম অমার্জনীয় অপরাধ; অমুসলিমদের নিরাপত্তা প্রদান; গির্জা-মন্দির-প্যাগোডা ইত্যাদিতে হামলা করা হারাম; ইসলামের দৃষ্টিতে অমুসলিমদের ধর্ম পালন; মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় ইসলমের দৃষ্টভঙ্গি; জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাস প্রতিরোধে ইসলাম; ইসলাম ধর্মে সকল প্রণী ও জীব-জন্তুর নিরাপত্তা প্রাদান ইত্যাদি পৃথক পৃথক শিরোনামে নির্ধারণ করে চমৎকারভাবে উপস্থাপন করেছেন। ড. মুহাম্মদ মানজুরুর রহমান গবেষণামূলক বেশ কিছু গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়ায় আমি অত্যন্ত আনন্দিত। এ গ্রন্থটি মুসলিম উম্মাহর সামাজিক ও পারিবারিক বিষয়ে অনুসন্ধিস্য শিক্ষার্থীদের জন্য বেশ গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক গ্রন্থ হবে বলে আমার বিশ্বাস। আমি লেখকের সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করি।

প্রফেসর ড. আহসান উল্লাহ (আহসান সাইদ)

ভাইস চ্যান্সেলর

ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, বাংলাদেশ।

ড. এ.এফ.এম. আমীনুল হক
প্রফেসর
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম,
মোবাইল-০১৭১১-৯৭৯৩০২

DR. A.F.M. Aminul Hoque
PROFESSOR
DEPARTMENT OF
ISLAMIC STUDIES
UNIVERSETY OF
CHITTAGONG

অভিমত

বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূল (সা.) কে প্রেরণ করেছেন। শান্তি প্রতিষ্ঠায় রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রণীত সকল নীতিমালা মহান আল্লাহ প্রদত্ব ওহী দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করেন।

ড. মুহাম্মদ মানজুরুর রহমান ''শান্তি প্রতিষ্ঠায় রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর গৃহীত নীতিমালা'' শিরোনামে গ্রন্থটির রচয়িতা সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠায় ব্যবসা-বাণিজ্য উন্নয়নের কার্যকর সফলতা; ডাকাতি বা চুরীর মাধ্যমে সম্পদ উপার্জন হারাম; সুদমুক্ত সমাজ ব্যবস্থা; পরস্পরের তিরস্কার করা হারাম; প্রতিবেশী অনিষ্ট ও কষ্ট দেয়া হারাম; সকল নাগরিকের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা; পরস্পরের কল্যাণ কামনা; পরস্পরের কল্যাণ কামনা করা ফরজ; অশ্লীলতা ও অপসংস্কৃতির প্রতিরোধ; উত্তরাধিকারিত্বের যথার্থ বাস্তবায়ন; প্রশাসক বা কর্মকর্তাদের পদ মর্যাদা অনুযায়ী বেতন-ভাতা নির্ধারণ; দারিদ্র বিমোচন ও বয়স্ক ভাতা প্রচলন; সুষ্ঠুভাবে কর প্রদানের ব্যবস্থা; সম্পদ আত্মসাৎ নিষিদ্ধ; ধর্মচর্চার মাধ্যমেই সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব ইত্যাদি পৃথক পৃথক শিরোনামে নির্ধারণ করে সত্য তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে প্রকৃত অবস্থা ও যাথার্থতা কুরআ'ন-হাদীসের আলোচনা করা হয়েছে।

আমি তাকে এ ধরণের গবেষণামূলক গ্রন্থ রচনার প্রতি উৎসাহিত করেছি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এ প্রণিত গ্রন্থটি শান্তি বিষয়ক নীতিমালা কুরআ'ন-হাদীসের অনুসন্ধিস্য এবং এ বিষয়ে উচ্চতর গবেষণা উৎসাহী পাঠক ও পণ্ডিত মহলে সমাদৃত হবে বলে আমি মনে করি। আমি এ গ্রন্থটি ও তার প্রণেতার সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করি।

(ড. এ.এফ.এম. আমীনুল হক)
প্রফেসর
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ।

ড. মোহাম্মদ ইলিয়াস সিদ্দিকী
প্রফেসর ও চেয়ারম্যান
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম

স্বয়ংক্রিয় : ৭১৬৫৫২, ৭১৬৫৫৮, ৭২৬৩১১-১৪
এক্সটেনশন-অফিস : ৪৪৯২
মোবাইল : ০১৮১৮-৪০৪১৫৯
ফ্যাক্স : ৮৮০-৩১-৭২৬৩১০

DR. Mohammad Elias Siddiqui
PROFESSOR & Chairman
DEPARTMENT OF
ISLAMIC STUDIES
CHITTAGONG UNIVERSETY
PHONE : P.A.B.X (031) 714923
AUTO : 716552, 716558, 726311-14
OFFICE : 4492 RES. 4471
MOBILE : 01818-404159

অভিমত

বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য রাসূলুল্লাহ (সা.) মানব সমাজের উদ্দেশ্য আল্লাহ প্রদত্ত অনেক আদেশ, নিষেধ, সুসংবাদ, ভীতি প্রদর্শন এবং অসংখ্য বাস্তব দৃষ্টান্ত প্রদান করে চমৎকার ও মূল্যবান জীবনের পাথেয় এ গ্রন্থে উপস্থাপন করা হয়েছে।

গবেষণার মাধ্যমে ''শান্তি প্রতিষ্ঠায় রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর গৃহীত নীতিমালা'' শীর্ষক শিরোনাম গ্রন্থটির রচয়িতা ড. মুহাম্মদ মানজুরুর রহমান বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব ও মর্যাদা-এর বিষয়টি কুর'আন-হাদীসের আলোকে বিশ্লেষণ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য রাসূলুল্লাহ (সা.) কে প্রেরণ; তিনি পৃথিবীর সর্বোচ্চ মর্যাদাশীল; আল-কুর'আনের নির্দেশনায় শান্তি প্রতিষ্ঠা; সদাচরণের অভাবে মানবসমাজে অশান্তি বাড়ে; বয়স্ক তথা প্রবীণদের সাথে সদাচার; শান্তি প্রতিষ্ঠায় সালাম প্রচলন; মুসলিম জীবনাচারে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর আনুগত্য; 'সুন্নাত' পালনের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর আনুগত্য; মিথ্যা পরিহারের নির্দেশ; স্বদেশ প্রেম; যুলুম-নির্যাতন ও নিষ্ঠুরতা থেকে বেঁচে থাকার নির্দেশ; ঋণ পরিশোধ ও হালাল উপার্জন করা ফরজ; বাজার নিয়ন্ত্রণ বোর্ড গঠন ও কার্যকর ইত্যাদি পৃথক পৃথক শিরোনামে গবেষণা করে চমৎকারভাবে তথ্য উপাত্তের ভিত্তিতে উপস্থাপন করেছেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এ প্রণিত গ্রন্থটি মুসলিম জ্ঞান অনুসন্ধিস্য এবং গবেষণায় উৎসাহী পাঠক মহলে চমৎকারভাবে সমাদৃত হবে। আমি লেখকের সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করি।

(ড. মোহাম্মদ ইলিয়াস সিদ্দিকী)
প্রফেসর ও চেয়ারম্যন- ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ।

ড. মোঃ শফিকুল ইসলাম
প্রফেসর
আল-হাদীস এণ্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

DR. Dr. Safiqul Islam
PROFESSOR
DEPARTMENT OF AL-HADITH & ISLAMIC STUDIES
ISLAMIC UNIVERSETY, KUSHTIA

অভিমত

ড. মুহাম্মদ মানজুরুর রহমান মুসলিম-অমুসলিম প্রত্যেকের মাঝে শান্তি বিষয়ক গবেষক ও শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয়তার প্রতি লক্ষ্য রেখে দীর্ঘদিনের প্রচেষ্টার মাধ্যমে ''শান্তি প্রতিষ্ঠায় রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর গৃহীত নীতিমালা'' শীর্ষক শিরোনামে গ্রন্থটি প্রণয়ন করেন। গ্রন্থটিতে শান্তি প্রতিষ্ঠায় নৈতিকতা বা চারিত্রিক উন্নয়ন; বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠায় ন্যায় বিচার নিশ্চিতকরণ; ঝগড়া-বিবাদের মীমাংসার ক্ষেত্রে ইসলামে নির্দেশনা; বিবাহ ও দাম্পত্য জীবন; পিতা-মাতার অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠা; কন্যা সন্তানের মর্যাদা ও নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা; পরিবারই উপহার দিতে পারে আদর্শ সমাজ; মৃত্যুর পর প্রত্যেক আত্মা আল্লাহর নিকট প্রত্যাবর্তিনের বিষয়টি নিশ্চিত; জীবন ও মৃত্যুর মাধ্যমে আমল পরীক্ষা; 'তাকওয়া' ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা; গরীব-মিসকিন-বিধবা-এতিম ও অসহায়কে সাহায্যে করার বিষয়াদি কুর'আন-হাদীসের আলোকে বিশ্লেষণ করেছেন।

ড. মুহাম্মদ মানজুরুর রহমান বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাদের ছাত্র থাকাকালে বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। একজন শিক্ষক ও প্রিন্সিপাল হিসেবে কর্মজীবনেও তিনি বহুমূখী যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন এবং চট্টগ্রম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাজিজ বিভাগের শিক্ষক হয়ে আরও গবেষণামূলক লেখালেখিতে মনোযোগী হয়েছেন দেখে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। তাঁর ইতোমধ্যে গবেষণামূলক কয়েকটি (২৩টি) গ্রন্থ ও আন্তর্জাতিকমানের গবেষণামূলক পত্রিকায় বেশ কিছু প্রবন্ধ লেখা প্রকাশিত হওয়ায় আমি মুগ্ধ ও আশান্বিত হয়েছি। আশা করি, গবেষক ও ইসলামি শিক্ষার ক্ষেত্রে তাঁর এ গুরুত্বপূর্ণ প্রয়াস মুসলিম উম্মার বেশ উপকারে আসবে। আমি এ গ্রন্থটি ও লেখকের জন্য দোয়া ও সাফল্য কামনা করি।

(ড. মোঃ শফিকুল ইসলাম)
প্রফেসর, আল-হাদীস এণ্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া, বাংলাদেশ।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله مميز الخبيث من الطيب، ومحرز الحديث بنقاده من الخطأ والكذب، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وعلى آله وأزواجه ومن له صحب، صلاة وسلاماً نرجو بهما الاستقامة للنفس والأهل والعقب.

সর্বপ্রথম কৃতজ্ঞতা ও শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি নিখিল বিশ্বের স্রষ্টা মহান আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের প্রতি, যিনি অপার অনুগ্রহে আমাদেরকে ''শান্তি প্রতিষ্ঠায় রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর গৃহীত নীতিমালা'' শীর্ষক শীরোনামে মহৎ গবেষণাকর্মটি সম্পাদনের তাওফীক দিয়েছেন। দুরূদ ও সালাম পেশ করছি মানবতার মুক্তির দিশারী, বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠাকারী ও নাজাতের কাণ্ডারী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রতি।

''শান্তি প্রতিষ্ঠায় রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর গৃহীত নীতিমালা'' শীর্ষক শীরোনামে গবেষণা প্রকল্পটিকে আরও উন্নতস্তরে উচ্চ গবেষণা করার নিমিত্তে বর্তমান ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. শিরীণ আখতার (কথা সাহিত্যিক) এবং সাবেক মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. ইফতেখার উদ্দিন চৌধুরী (বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞাণী)সহ সিণ্ডিকেট কর্তৃক অনুমোদিত নীতিমালার আলোকে এ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত শিক্ষকদের ব্যক্তিগত সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে গবেষণা পরিচালনা ও প্রকাশনা দপ্তরের মাধ্যমে গবেষণা প্রকল্পটি চালু করায় আমি তাঁদের নিকট চিরঋণী ও কৃতজ্ঞ।

কৃতজ্ঞতা জানাই গবেষণা পরিচালনা ও প্রকাশনা দপ্তর, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়কে ও গবেষণা পরিচালনা ও প্রকাশনা দপ্তরের প্রতিষ্ঠাতা ও সহযোগী বিদগ্ধ পণ্ডিত ও সুদক্ষ বিদ্যানুরাগী মহোদয়গণকে এবং যাঁদের প্রচেষ্টায় এ গবেষণা প্রকল্পটি এ স্তরে উপনীত হয়েছে। বিশেষ করে পরিচালক- গবেষণা পরিচালনা ও প্রকাশনা দপ্তর, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম-এর প্রফেসর ড. ফরিদ উদ্দীন আহমেদ স্যারকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা। যিনি অত্যন্ত কর্মব্যস্তার হাজারো ভীড়ে তাঁর সময়ের মূল্যবান মুহূর্তগুলো একটি চমৎকার, মানসম্মত, সময়োপযোগী, মূল্যবান ও আর্ন্তজাতিকমানের গবেষণা বের করার জন্য সর্বদা নিজে শ্রম দিয়ে ছিলেন।

অতঃপর কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়-এর কর্তৃপক্ষ, সংশ্লিষ্ট অনুষদ ও সম্মানিত সহকর্মী শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদেরকে। যাঁদের সহযোগিতায় আমি এ গবেষণাকর্ম সম্পাদনের সুযোগ পেয়েছি।

ভূমিকা

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب.

وبعد

যাতীয় প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্য। রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক মনোনীত, সর্বশেষ নবী রাসূলুল্লাহ (সা.)সহ সকল নবী, সাহাবী, তাবে'ঈন ও যারা সঠিকভাবে শান্তির আশায় রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর অনুসরণ করেছেন তাদের ওপর। বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূল (সা.) কে প্রেরণ করেছেন। শান্তি প্রতিষ্ঠায় রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রণীত সকল নীতিমালা মহান আল্লাহ প্রদত্ব ওহী দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করেন। ইসলামী শরী'আতের মূল উৎস কুর'আন ও হাদীস। যা যথাক্রমে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ওহ'ীর মাধ্যমে প্রাপ্ত হওয়ায় এর প্রামাণ্যতা যেমন সন্দেহাতীত তেমনি এর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য রাসূলুল্লাহ (সা.) মানব সমাজের উদ্দেশ্য আল্লাহ প্রদত্ত অনেক আদেশ, নিষেধ, সুসংবাদ, ভীতি প্রদর্শন এবং অসংখ্য বাস্তব দৃষ্টান্ত প্রদান করে চমৎকার ও মূল্যবান জীবনের পাথেয় উপস্থাপন করেছেন। কুর'আন এবং হাদীস দু'টিই আল্লাহ প্রদত্ত ওহ'ীলব্ধ জ্ঞান।[৫] এ প্রসংগে মহান আল্লাহর ঘোষণা-

---

৫ ওহী (الوَحْيُ) শব্দের অর্থ : প্রত্যাদেশ (Revelation), গোপনীয়তা (الخِفَاءُ) ও দ্রুততা (السُّرْعَةَ) ইত্যাদি। যেমন 'মাবাহিস ফী 'উলূমিল কুর'আন, (১৪০৬/১৯৮৩) গ্রন্থে বলা হয়েছে-

الإعْلاَمُ الْخَفِيُّ السَّرِيْعُ الْخَاصُّ بِمَنْ يُّوَجَّهُ إِلَيْهِ بِحَيْثُ يَخْفِي عَلَي غَيْرِه

(এমন গোপন ও দ্রুত সংবাদ যা শুধু ঐ ব্যক্তিই জানে, যার নিকট তা প্রেরণ করা হয়েছে, অন্যদের নিকট যা গোপন)। দ্র,- মান্না' আল-কাত্তান : *মাবাহিস ফী 'উলূমিল কুর'আন*, (বৈরূত : মুওয়াস্সাসাতুর রিসালাহ, ১৪০৬/১৯৮৩), পৃ. ১৬। পরিভাষায় ওহী হলো-

الوَحْيُ كَلاَمُ اللهِ تَعَالَيا الْمُنَزَّلُ عَلَي نَبِيٍّ مِّنَ اَمْنبِيَائِهِ عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ

"আল্লাহ তা'আলার বাণী, যা তাঁর নবীগণের মধ্য থেকে কোন নবীর উপর নাযিল করা হয়েছে।" দ্র,- 'আল্লামা বদরুদ্দীন আল-'আয়নী : *'উমদাতুল কারী*, খ. ১ম, (মাকতাবাতুর রাশিদিয়্যাহ ১৪০৫ হি.), পৃ. ১৪।

সূচীপত্র

কৃতজ্ঞতা স্বীকার ০৯
সংকেত বিবরণী ১২
'আরবি বর্ণের বাংলা প্রতিবর্ণায়ন ১৪
ভূমিকা ১৫

প্রথম অধ্যায়
মুসলিম জীবনাচারে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর আনুগত্য
প্রথম পরিচ্ছেদ :
নবুয়াতের আগে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর শান্তি প্রতিষ্ঠা
✧ শান্তি প্রতিষ্ঠা নিমিত্তে 'হিলফুল ফুজুল' গঠন ৩৬
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ :
নবুয়াতের পরে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর শান্তি প্রতিষ্ঠা ৪১
✧ বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য রাসূল (সা.) কে প্রেরণ ৪২
✧ রাসূলুল্লাহ (সা.) পৃথিবীর সর্বোচ্চ মর্যাদাশীল ৪৭
তৃতীয় পরিচ্ছেদ :
আল-কুর'আনের নির্দেশনায় শান্তি প্রতিষ্ঠা ৫১
✧ সদাচরণের অভাবে মানবসমাজে অশান্তি বাড়ে ৫৫
✧ বয়স্ক তথা প্রবীনদের সাথে সদাচারণে জান্নাত মিলে ৫৭
চতুর্থ পরিচ্ছেদ :
আল-হাদীসের নির্দেশনায় শান্তি প্রতিষ্ঠা ৬১
✧ শান্তি ও সৌহার্দ প্রতিষ্ঠায় সালাম ৬৭
✧ সালামের তাৎপর্য ৬৮
✧ গুরুত্ব ৭০
✧ সালামের নিয়ম ৭১
পঞ্চম পরিচ্ছেদ :
✧ রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর আনুগত্য করা ফরজ ৭৪
✧ 'সুন্নাত' পালনে রাসূল (সা.)-এর আনুগত্য ৮০

✧ 'সুন্নাত' শব্দটি পবিত্র কুর'আন শরীফে ব্যবহৃত ৮১
✧ 'সুন্নাত'-এর পরিচয় প্রদানে মুহাদ্দিসগণের দৃষ্টিভঙ্গি ৮৫
✧ 'সুন্নাত'-এর পরিচয় প্রদানে উসূলবিদগণের দৃষ্টিভঙ্গি ৮৬
✧ 'সুন্নাত'-এর পরিচয় প্রদানে ফিক্হবিদদের দৃষ্টিভঙ্গি ৮৮
✧ রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সুন্নাতের গুরুত্ব ৮৮

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

বিদ্'আত-এর কারণে 'সুন্নাত' বাধাগ্রস্থ

✧ বিদ্'আত-এর পরিচিতি ৯৩
✧ 'বিদ'আত' থেকে বেঁচে থাকার জন্য কঠোর নির্দেশ ৯৪
✧ 'বিদ'আতর প্রকারভেদ ৯৯

দ্বিতীয় অধ্যায়

সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠায় রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রনীত নীতিমালা

প্রথম পরিচ্ছেদ

সমাজে সংহতি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা

✧ অহংকার করা মারাত্মক অপরাধ ১১১
✧ যিনা-ব্যভিচার করা মারত্মকভাবে হারাম ১১৩
✧ যিনা-ব্যভিচার দিকে উদ্বুদ্ধ এমন সকল কিছুই হারাম ১১৪
✧ যেনা ব্যভিচারের ভয়ানক পরিণতি ১১৯
✧ সমকামিতা হারাম বা নিষিদ্ধ ১১৯
(ক) পুরুষদের সমকামিতার শাস্তি ১২৬
(খ) মহিলাদের সমকামিতার শাস্তি ১২৮
(গ) পশুর সাথে সঙ্গমের বিধান ১২৯
✧ ব্লুপ্লিম (নীল ছবি) প্রদর্শন ও দেখা মারাত্মক হারাম ১৩০
✧ ইসলামে যিনার শাস্তি ১৩৩
✧ যিনার মিথ্যা অভিযোগ (কাযাফ)-এর শাস্তি ১৩৫
✧ চোগলখোরী করা হারাম ১৩৭

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ :

মানব মর্যাদা, জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাস দমনে শিক্ষা ও সংস্কৃতি

✧ হত্যা যেমন হারাম তেমনি আত্মহত্যাও হারাম ১৩৯

✧ আত্মহত্যাকারীর জানাযা না পড়া ১৪২
✧ জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসের জুলুম অমার্জনীয় অপরাধ ১৪২
✧ জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাস দমন ও অমুসলিমদের নিরাপত্তা ১৪৪
✧ গির্জা, মন্দির, প্যাগোডাতে হামলা করা হারাম ১৪৬
✧ ইসলামের দৃষ্টিতে অমুসলিমদের ধর্ম পালন ১৪৭
✧ জিহাদ আর সন্ত্রাস এক নয় ১৫০
✧ মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় ইসলমের দৃষ্টভঙ্গি ১৫৫
✧ জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাস প্রতিরোধে ইসলাম ১৫৮
✧ ইসলাম ধর্মে সকল প্রাণী ও জীব-জন্তুর নিরাপত্তা প্রাদান ১৬২
✧ শিক্ষা ও সংস্কৃতি ১৬৪
(ক) শান্তি প্রতিষ্ঠায় শিক্ষা ও সংস্কৃতির চর্চা ১৬৪
(খ) শিক্ষা অর্জন সবচেয়ে ফরজের বড় ফরজ ১৬৭

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : শান্তি প্রতিষ্ঠায় নৈতিকতা, ব্যক্তিত্ব গঠন ও ন্যায় বিচার নিশ্চিতকরণ

✧ শান্তি প্রতিষ্ঠায় নৈতিকতা বা চারিত্রিক উন্নয়ন ১৭১
✧ ব্যক্তিত্ব গঠন ও বিকাশ সাধন ১৭৩
✧ বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠায় ন্যায় বিচার নিশ্চিতকরণ ১৭৪
✧ ঝগড়া-বিবাদের মীমাংসার ক্ষেত্রে ইসলামে নির্দেশনা ১৮১

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠায় বিবাহ ও দাম্পত্য জীবন ও স্বাধীনতা

✧ দাস-দাসী মুক্তি করে স্বাধীনতা প্রদান ১৮৫
✧ পিতা-মাতার অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠা ১৮৭
✧ সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠায় বিবাহ ও দাম্পত্য জীবন ১৯০
(ক) বিবাহ একটি গুরুত্বপূর্ণ 'ইবাদ ১৯১
(খ) বিবাহের উপকারিতা ১৯৭
(গ) নেককার স্ত্রীর মর্যাদা ১৯৭
(ঘ) নেককার স্ত্রীর কর্তব্য ১৯৮
(ঙ) পায়খানার রাস্তায় সহবাস হারাম ২০০
(চ) স্ত্রীগণ পোষাকস্বরূপ ২০২
(ছ) রমযান মাসে দিনে স্ত্রীর সহবাস হারাম ২০৩

(জ) স্বামীর বিছানা ত্যাগ করলে ফেরেশ্‌তার লা'নত ২০৪
(ঝ) স্ত্রীদের হায়েয-নেফাস অবস্থায় সহবাস হারাম ২০৭
(ঞ) মসজিদে ই'তিকাফের সময় স্ত্রী সহবাস হারাম ২০৮
(ট) হজ্জের সময় স্ত্রী সহবাস হারাম ২০৯
(ঠ) স্ত্রী সহবাস করলে উভয়ের ওপর গোসল 'ফরজ' ২১০
(ড) জন্ম নিয়ন্ত্রণ ২১০
(ঢ) স্বামী-স্ত্রীর গোপন কথা প্রকাশ করা হারাম ২১১
(ণ) স্ত্রীর সাথে রাগা-রাগি না করার পরামর্শ ২১২
(ত) পরিবারের জন্য খরচ করা সদকাস্বরুপ ২১৫
(থ) পরিবারের ভরণ-পোষণ না দিলে গুনাহগার হবে ২১৭
(দ) পাত্র-পাত্রীর সার্বিক বিষয়ে সমতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ২১৮
(ধ) বিয়ের প্রস্তাবের ওপর যেনো প্রস্তাব না পাঠায় ২২০
(ণ) সাক্ষী ছাড়া বিবাহ শুদ্ধ হয় না ২২১
(প) ইজাব ও কবুল ২২২
(ফ) স্ত্রীর মহর আদায় করা ফরজ ২২৪
(ব) স্ত্রী সহবাস করলে গোসল ফরজ ২২৫
'ফরজ গোসল'-এর ফরজসমূহ ২২৫
'ফরজ গোসল'-এর সুন্নাতসমূহ ২২৬
'ফরজ গোসল'-এর মুস্তাহাবসমূহ ২২৬
তায়াম্মুম ২২৬
(ভ) 'আকিকা করার গুরুত্ব ও মর্যাদা ২২৮
* আকিকার পরিচিতি ২২৯
* 'আকিকার উদ্দেশ্য ২৩১
* 'আকিকার শর'ঈ হুকুম, গুরুত্ব ও মর্যাদা ২৩২
* 'আকিকার দিন নির্ধারণ ২৩৫
* 'আকিকা কে করবে ? ২৩৭
* 'আকিকার পশুর সংখ্যা ২৩৮
* 'আকিকার পশুর ধরন ২৩৯
* আকিকার ব্যাপারে মহানবী (সা.) এর আমল ২৩৯
* কোরবানির জন্তুর সঙ্গে 'আকিকা করা ২৪১
* 'আকিকা করার নিয়ম ২৪২

* 'আকিকার গোশতের হুকুম ২৪২
* 'আকিকা' কবুল হওয়ার শর্ত ২৪৩
(এক) সহীহ নিয়্যত ২৪৩
(দুই) আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন ২৪৪
(তিন) নির্দিষ্ট হালাল প্রাণী ২৪৫
(চার) হালাল উপার্জন ২৪৬

নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠা

✧ শিশু হত্যা বন্ধকরণ ২৪৮
✧ কন্যা সন্তানের মর্যাদা ও নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা ২৪৯
✧ পরিবারই দিতে পারে আদর্শ সমাজ ২৫১
✧ সাময়িক বিবাহ বা মুত'আ বিবাহ হারাম ২৫৫
✧ পুরুষ খাসী হওয়া নিষিদ্ধ ২৫৭
✧ পরিবারের খরচ বা ব্যায় সদকা সমতুল্য ২৫৭
✧ সংসার সুখী হয় যেভাবে ২৬০
✧ শান্তি প্রতিষ্ঠায় আত্মিয়তা বজায় রাখা ইসলামের নির্দেশ ২৬২
✧ মিথ্যা পরিহারের নির্দেশ ২৬৮

পঞ্চম পরিচ্ছেদ : নারীর অধিকার, তালাক, লি'আন এবং শ্রমিকের অধিকার ও স্বদেশ প্রেম

নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা ২৭১
মহানবী (সা.) আগমনের পূর্বে নারী জাতি ২৭২
মহানবী (সা.) আগমনের পর নারীর অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠা হয় ২৭৬
বিবাহের মাধ্যমে নারী জাতির মর্যাদা প্রতিষ্ঠা ২৯০
✧ **প্রসংগ : তালাক** ২৯৪
✧ একত্রে তিন তালাকের বিধান ২৯৮
✧ **প্রসংগ : লি'আন** ৩০০
✧ লি'আনের নিয়ম ৩০১

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : শ্রমিকের অধিকার প্রতিষ্ঠা

✧ স্বদেশ প্রেম ৩০৭
✧ যুলুম-নির্যাতন ও নিষ্ঠুরতা থেকে বাঁচার নির্দেশ ৩০৭

তৃতীয় অধ্যায়

সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠায় রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রণীত ধর্মীয় শাসন পালন

প্রথম পরিচ্ছেদ : সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠায় বিশ্বাস বা ঈমানের ভূমিকা ৩১১

✧ মৌলিক আক্বীদা-বিশ্বাস ৩১৩

✧ একমাত্র আল্লাহর 'ইবাদত করবে ৩১৫

✧ তকদিরে বিশ্বাস ঈমানের অঙ্গ ৩১৮

✧ হালাল সুস্পষ্ট হারামও সুস্পষ্ট ৩২১

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : প্রত্যেক প্রাণির মৃত্যু নিশ্চিত এবং পরকাল শতভাগ সত্য

✧ প্রত্যেক প্রাণির মৃত্যুর বিষয়টি সুনিশ্চিত ৩২৪

✧ মৃত্যুর পর প্রত্যেক আত্মা আল্লাহর নিকট প্রত্যাবর্তিত ৩২৬

✧ মৃতকে আল্লাহ তা'আলাই পুনরায় জীবিত করবেন ৩২৭

✧ ইসলামের ওপর মৃত্যুবরণ ৩২৭

✧ মৃত্যু শোকে গাল চাপড়ানো, জামা ছিঁড়া ও অনর্থক কথাবার্তা ৩২৮

✧ জীবন ও মৃত্যুর মাধ্যমে আমল পরীক্ষা ৩২৮

✧ মৃত্যু নির্দিষ্ট সময়েই হবে ৩৩০

✧ মৃত্যুর সময় 'অসিয়াত'-এর গুরুত্ব ৩৩১

✧ মত্যুর পর দেহে প্রাণসঞ্চার ৩৩১

✧ মৃত্যু হতে পলায়নের চেষ্টা বৃথা ৩৩২

✧ মৃত্যু আসার পূর্বেই মৃত্যুর চূড়ান্ত প্রস্তুতি প্রয়োজন ৩৩৩

✧ মৃতের জন্য শোক পালন ৩৩৩

✧ কাফিরগণ মৃত্যুকে ভয় ও অবিশ্বাস ৩৩৫

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : অন্যান্য ধর্মসমূহের আক্বীদা-বিশ্বাস

✧ অন্যান্য ধর্মসমূহের আক্বীদা-বিশ্বাস ও স্বাধীনতা ৩৩৬

✧ শির্ক যুক্ত ইবাদাতে কর্ম নিষ্ফল ও ক্ষতিগ্রস্ত ৩৩৮

✧ 'তাকওয়া' ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা ৩৪৩

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : কর্মে নিয়তের ওপর নির্ভরশীল এবং দান ও ঋণ দেয়ার ফযিলত

✧ কর্মের মাপকাঠি তার নিয়তের ওপর নির্ভরশীল ৩৪৮

নিয়্যাতের পরিচয় ৩৪৯

নিয়্যাতের গুরুত্ব ও তাৎপর্য ৩৫৩
নিয়্যাত ও ইরাদা এর মধ্যে পার্থক্য ৩৫৫
বাচনিক নিয়্যাত ৩৫৫
নিয়্যাতের স্থান ৩৫৬
নিয়্যাতের তাৎপর্য ৩৫৮
নিয়্যাতের গুরুত্ব ৩৫৯
নিয়্যাতের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে মণীষীদের বাণী ৩৬৩
বিশুদ্ধ নিয়্যাতের সুফল
⇨ বিশুদ্ধ নিয়্যাতে 'আমল না করলেও সাওয়াব ৩৬৪
⇨ মানুষের গ্রহণযোগ্যতা ও ভালোবাসা লাভ ৩৬৬
⇨ শরী'আত সিদ্ধ কাজগুলো 'ইবাদত ৩৬৭
⇨ আল্লাহর সাহায্য ও সন্তুষ্টি অর্জন ৩৬৭
⇨ বিশুদ্ধ নিয়্যাতে 'আমলের সাওয়াব অর্জন ২৬৭
⇨ দুনিয়া এবং আখিরাতে সম্মান ও কল্যাণ লাভ ৩৬৮
⇨ বিশুদ্ধ নিয়্যাতের অধিকারী ব্যক্তিদের উদাহরণ ৩৬৯
✧ শাস্তি ও পুরস্কার মানুষের কৃতকর্মের প্রতিফল ৩৭০
✧ দান-দাক্ষিণ্যে উৎসাহিতকরণ ৩৭৩
✧ দারিদ্র ঋণ গ্রহিতাকে অবকাশ দেয়া ফযিলত ৩৭৮
✧ ধার-কর্জ প্রদানের উৎসাহ প্রদান ৩৭৯
✧ ধনী ব্যক্তির ঋণ পরিশোধে গড়িমসি হারাম ৩৮১
✧ মৃত্যুর পুর্বে ঋণ পরিশোধ করা অত্যাবশক ৩৮২

চতুর্থ অধ্যায়

শান্তি প্রতিষ্ঠায় অর্থনৈতিক উন্নয়নে রাসূল (সা.)-এর নীতিমালা

প্রথম পরিচ্ছেদ : সম্পদ উপার্জন ও সামাজিক উন্নয়ন

✧ হালাল উপার্জন করা ফরজ ৩৮৫
✧ হালাল সম্পদ উপার্জনের প্রতি তাগিদ ৩৮৭
✧ হালাল উপর্জনকৃত অতিরিক্ত সম্পদ সঞ্চয় করা ফজিলত ৩৮৯
✧ অন্যায়ভাবে অন্যের সম্পত্তি দখল করা হারাম ৩৯৯
✧ এজমালি জমিতে রাস্তা নির্মানের বিধান ৪০০

✧ ভিক্ষাবৃত্তি না করার জন্য উৎসাহ প্রদান ৪০১
✧ স্বনির্ভরতার প্রতি গুরুত্বারোপ ৪০৪

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : লোভ লালসা করা নিষিদ্ধ

✧ লোভ লালসা করা নিষিদ্ধ ৪০৫
✧ এতিম-মিসকিন, বিধবা ও অসহায়কে সাহায্য ৪০৬

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : বাজার নিয়ন্ত্রণ বোর্ড গঠন ও কার্যকর

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : শান্তি প্রতিষ্ঠায় ব্যবসা-বাণিজ্য উন্নয়ন কার্যকর সফলতা

✧ ব্যবসা-বাণিজ্য উন্নয়ন ৪১২
⇨ ওজন বা পরিমাপে কম-বেশি নিষিদ্ধ ৪১৩
⇨ ব্যবহার উপযোগী হওয়ার পূর্বে ফল ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ ৪১৫
⇨ প্রাকৃতিক দুর্যগে বিক্রয়কৃত ফল নষ্ট হলে ৪১৬
⇨ অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয় প্রসংগে আলোচনা ৪১৭
⇨ খাদ্যশস্য গুদামজাত করা হারাম ৪১৮
⇨ ক্রয়-বিক্রয়ে শপথ করা নিষিদ্ধ ৪১৯
⇨ শুফ'আর অধিকার সম্পর্কে আলোচনা ৪১৯
⇨ ভেজাল মিশ্রিত পন্যের ব্যবসা নিষিদ্ধ ৪২০
⇨ ব্যবসায় মজুতদারী নিষিদ্ধ ৪২১
⇨ ব্যভিচার ও ব্যভিচার প্রসারকারী পণ্যের ব্যবসা নিষিদ্ধ ৪২২
⇨ কুকুরের মূল্য, বেশ্যার উপার্জন ও গণকের ভেট হারাম ৪২৩
⇨ লটারী ব্যবসা নিষিদ্ধ ৪২৬
⇨ ডাকাতির মাধ্যমে সম্পদ উপার্জন হারাম ৪২৬
⇨ চুরীর মাধ্যমে সম্পদ উপার্জন হারাম ৪৩০
⇨ জিনিসপত্রের দাম বাড়ানো নিষিদ্ধ ৪৩৩
⇨ দালালী করা নিষিদ্ধ ৪৩৪
⇨ পণ্যদ্রব্য হস্তগত হওয়ার আগে বিক্রি নিষিদ্ধ ৪৩৬
⇨ একজনের দামের ওপর অন্যজনের দাম নিষিদ্ধ ৪৩৮
⇨ ব্যবসায় কসম খাওয়া নিষিদ্ধ ৪৪২
✧ হারাম পণ্যের ব্যবসা করাও হারাম ৪৪৪
(ক) মদ খাওয়া ও মদের ব্যবসা হারাম ৪৪৬

মদ খাওয়ার শাস্তি	৪৪৯
মদ পান যৌবনের ঘাতক	৪৫০
(খ) মৃত জীব, শুকুর ও মুর্তির ব্যবসা হারাম	৪৫১
(গ) সুদ ভিত্তিক ব্যবসা-বাণিজ্য হারাম	৪৫২
⇨ ইসলামে 'রিবা' বা সুদ পরিচিতি	৪৫৩
⇨ সুদী লেনদেনের বৈশিষ্ট্য	৪৫৪
⇨ সুদ বা 'রিবা'র প্রকারভেদ	৪৫৪
(এক) রিবা নাসিয়া	৪৫৪
(দুই) রিবা ফদল	৪৫৫
⇨ সুদ একটি পুরনো সমস্যা	৪৫৫
⇨ এক নজরে সুদ ও মুনাফার পার্থক্য	৪৫৫
⇨ রাসূলুল্লাহ (সা.) সুদমুক্ত সমাজ ব্যবস্থা করেন	৪৫৭
⇨ আল-কুর'আনে সুদের লেনদেনকে হারাম ঘোষণা	৪৫৭
⇨ আল-হাদীসে সুদের লেনদেনকে হারাম ঘোষণা	৪৬০
⇨ সুদ সম্পর্কে বিভিন্ন যুগের মনীষীদের অভিমত	৪৬৩
⇨ সুদ সর্বাবস্তায় হারাম বা নিষিদ্ধ	৪৬৭
(এক) সরল ও নিম্নহারের সুদ	৪৬৭
(দুই) সুদ বনাম উৎপাদন ঋণের সুদ	৪৬৯
⇨ সুদের ভয়াবহ অপকারিতা	৪৬৯
⇨ ঘুষের মাধ্যমে সম্পদ উপার্জন হারাম	৪৭১
পঞ্চম পরিচ্ছেদ :	
শান্তি প্রতিষ্ঠায় হিসাব সংরক্ষণ-ব্যবস্থাপনা	৪৭২
হিসাববিজ্ঞান পরিচিতি	৪৭৩
হিসাববিজ্ঞানের গুরুত্ব	৪৭৫
ইসলামের দৃষ্টিতে হিসাব সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনা	৪৭৭
সঠিকভাবে সম্পদ উপার্জনের প্রতি গুরুত্বারোপ	৪৮৫
হিসাব সংরক্ষণ-ব্যবস্থাপনায় ব্যাংকের ভূমিকা	৪৮৮
হিসাব সংরক্ষণ-ব্যবস্থাপনায় বীমার ভূমিকা	৪৯১

পঞ্চম অধ্যায়

সুস্থ্য রাজনীতির চর্চায় নাগরিকের নিরাপত্তা প্রদানে রাসূলুল্লাহ (সা.)

প্রথম পরিচ্ছেদ : পরস্পরকে সাহায্য ও দয়া প্রদর্শন

✧ পরস্পরের তিরস্কার করা হারাম ৪৯
✧ আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠা ও হতাশা দূরিকরণ ৪৯

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : পরস্পরের কল্যাণ কামনা রাসূল (সা.)-এর আদর্শ

✧ পরস্পরের কল্যাণ কামনা করা ফরজ ৫০
✧ পরস্পর হিংসা-বিদ্বেষ হারাম ৫০

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : প্রতিবেশী অনিষ্ট ও কষ্ট দেয়া হারাম

✧ সকল নাগরিকের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা ৫১

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : অশ্লীলতা ও অপসংস্কৃতির প্রতিরোধ

✧ কুসংস্কার ও গোঁড়ামির বিরুদ্ধাচারণ ৫১

পঞ্চম পরিচ্ছেদ : ফারায়েজ

ফারায়েজ পরিচিতি ৫১
ফারায়েজ নামকরণ ৫১
ফারায়েজের গুরুত্ব ও তাৎপর্য ৫১
✧ উত্তরাধিকারিত্বের যথার্থ বাস্তবায়ন ৫২
✧ কর্মকর্তাদের পদ মর্যাদা অনুযায়ী বেতন নির্ধারণ ৪২
✧ সরকারী অর্থের সমবন্টন ৫২
✧ দারিদ্র বিমোচন ও বয়স্ক ভাতা প্রচলন ৫৩
✧ সুষ্ঠুভাবে কর প্রদানের ব্যবস্থা ৫৩

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : সম্পদ আত্মসাৎ

✧ অপচয় করা নিষেধ ৫৩
✧ সুস্থ্য রাজনীতির চর্চা ৫৩
✧ বৃক্ষ রোপন ও ফসল ফলানোর ফযলিত ৫৩
✧ ধর্মচর্চার মাধ্যমেই সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব ৫৩
✧ কুর'আন-হাদীস অনুযায়ী 'আমল একমাত্র শান্তি ৫৪
উপসংহার ৫৪৪-৫৪
গ্রন্থপঞ্জি ৫৪৯-৫৬

প্রথম অধ্যায়

মুসলিম জীবনাচারে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর আনুগত্য

প্রথম পরিচ্ছেদ : নবুয়াতের আগে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর শান্তি প্রতিষ্ঠা

✧ শান্তি প্রতিষ্ঠা নিমিত্তে 'হিলফুল ফুজুল' গঠন

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : নবুয়াতের পরে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর শান্তি প্রতিষ্ঠা

✧ বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য রাসূলুল্লাহ (সা.) কে প্রেরণ

✧ রাসূলুল্লাহ (সা.) পৃথিবীর সর্বোচ্চ মর্যাদাশীল

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : আল- কুর'আনের নির্দেশনায় শান্তি প্রতিষ্ঠা

✧ সদাচরণের অভাবে মানবসমাজে অশান্তি বাড়ে

✧ বয়স্ক তথা প্রবীণদের সাথে সদাচারণে জান্নাত মিলে

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : আল-হাদীসের নির্দেশনায় শান্তি প্রতিষ্ঠা

✧ শান্তি প্রতিষ্ঠায় সালাম প্রচলন যা প্রীতি ও সৌহার্দ্যরে প্রতীক

✧ সালামের তাৎপর্য ✧ সালামের গুরুত্ব ✧ সালামের নিয়ম

পঞ্চম পরিচ্ছেদ : রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর আনুগত্য করা ফরজ

✧ 'সুন্নাত' পালনের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর আনুগত্য

✧ 'সুন্নাত' শব্দটি পবিত্র কুর'আন শরীফে ব্যবহৃত

✧ 'সুন্নাত' শব্দটি হাদীস শরীফে ব্যবহৃত

✧ 'সুন্নাত' শব্দটি কবিদের কবিতায়

✧ 'সুন্নাত'-এর পরিচয় প্রদানে মুহাদ্দিসগণের দৃষ্টিভঙ্গি

✧ 'সুন্নাত'-এর পরিচয় প্রদানে উসূলবিদগণের দৃষ্টিভঙ্গি

✧ 'সুন্নাত'-এর পরিচয় প্রদানে ফিক্হবিদদের দৃষ্টিভঙ্গি

✧ রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সুন্নাতের গুরুত্ব

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : বিদ্'আত-এর কারণে 'সুন্নাত' বাধাগ্রস্থ

✧ বিদ্'আত-এর পরিচিতি

✧ 'বিদ'আত' থেকে বেঁচে থাকার জন্য রাসূল (সা.) নির্দেশ

✧ 'বিদ'আতর প্রকারভেদ

✧ হারাম বা নিষিদ্ধ 'বিদ'আত'

✧ হালাল বা বৈধ 'বিদ'আত'

প্রথম অধ্যায়

মুসলিম জীবনাচারে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর আনুগত্য

প্রথম পরিচ্ছেদ

নবুয়াতের আগে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর শান্তি প্রতিষ্ঠা

শান্তি প্রতিষ্ঠা নিমিত্তে 'হিলফুল ফুজুল' গঠন

নবুয়াতের আগের যুগ

নবুয়াতের আগে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর শান্তি প্রতিষ্ঠা

শান্তি প্রতিষ্ঠা নিমিত্তে 'হিলফুল ফুজুল' গঠন

নবুওয়াত প্রাপ্তির আগেই রাসূলুল্লাহ (সা.) 'আরব জাতীর মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং ফিৎনা, ফাসাদ, সন্ত্রাস বন্ধের নিমিত্তে 'হিলফুল ফুজুল' গঠন করেন। তাঁর আগমনে মানবতার চূড়ান্ত বিপ্লব সংঘটিত হলো, ইনসানিয়াত আবার কোলাহল করে উঠল পৃথিবীর চারদিকে। সৃষ্টি হলো এক কালোত্তীর্ণ ইতিহাস, মানবতা পেল শান্তি ও মুক্তির অনাঘ্রাত আস্বাদ। পৃথিবীতে প্রবাহিত হলো বেহেশতী শান্তির অনাবিল বারিধারা। ''রাহমাতুললিল 'আলামীন'' তখন কৈশোর পেরিয়ে যৌবনে পদার্পণ করেছেন। তদানীন্তন 'আরবের নৈরাজ্যে ভরা অবয়ব তখনই তাকে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য অধীর করে তুলল। শান্তিকামী মহানবী (সা.) বলিষ্ঠ প্রত্যয় নিয়ে সমমনাদের নিয়ে তখনই গঠন করেন 'হিলফুল ফুজুল'। এ প্রসংগে ইতিহাসবিদ ইব্নু 'আসাকির ''তারীখে দিমাশ্ক'' গ্রন্থে বলেন-

كان حلف الفضول قبل البعث بعشرين سنة

-''হিলফুল ফুজুল সংগঠনটি সংঘটিত হয়েছে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নবুওয়াতলাভের বিশ বছর পূর্বে।''[১৫] আর 'হিলফুল ফুজুল'-এর নামকরণ প্রসংগে ইতিহাসবিদ ইব্নু 'আসাকির বলেন-

---

১৫ ইব্নু 'আসাকির : *তারীখে দিমাশ্ক*, খ. ৫২তম, (প্রকাশনা অনুল্লেখ তাবি.), পৃ. ১৮৭। অনুরূপভাবে *'সিয়ারু আলামিন নুবালা'* গ্রন্থে বলা হয়েছে-

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

নবুয়াতের পরে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর শান্তি প্রতিষ্ঠা

বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য রাসূলুল্লাহ (সা.) কে প্রেরণ

রাসূলুল্লাহ (সা.) পৃথিবীর সর্বোচ্চ মর্যাদাশীল

নবুওয়াতের পরে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর শান্তি প্রতিষ্ঠা

নবুওয়াত প্রাপ্তির পরে রাসূলুল্লাহ (সা.) মহান আল্লাহ তা'আলার ওহীর ভিত্তিতে শুরু করলেন ইসলামের দাওয়াত এবং সামগ্রীক মুক্তির মহান পয়গাম নিয়ে শান্তি প্রতিষ্ঠায় মানবতাকে আহবান করে 'আরব জাতীর মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠা করেন। ফলে নতুন বিপ্লবের মাধ্যমে ফিৎনা, ফাসাদ, সন্ত্রাস বন্ধ হয়ে যায়।

হিজরতের পর সকলের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তিনি আনসার, মুহাজির, ইহুদী, খ্রিস্টান, পৌত্তলিক বিভিন্ন গোত্র প্রধানদের সমন্বয়ে 'মদীনা সনদ' নামে একটি শাসনতন্ত্র তৈরী করেন।[২২] এ শাসনতন্ত্রে সর্বমোট ৪৭টি ধারা সন্নিবেশিত ছিল।[২৩] এর প্রতিটি ধারা মানব কল্যাণ ও অধিকার প্রতিষ্ঠার স্বাক্ষর বহন করে।

সমান অধিকারের ভিত্তিতে বিভিন্ন জাতি, ধর্ম ও বর্ণের মানুষের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের প্রকৃষ্ট উদাহরণ ইতিহাসে এটাই প্রথম। এ সনদের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হলো মদীনার রাষ্ট্রের সহনশীলতা। এতে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকল নাগরিক, সামাজিক ও ধর্মীয় অধিকার স্বীকৃত ছিল।

---

২২ শায়খ মুহাম্মদ আল-বিখরীবিক : *মুহাদারাহ্ তারীখ-আল-উমাম আল- ইসলামিয়্যাহ*, খ. ১ম, (বৈরূত: দারুল আরিফাহ, তা.বি.), পৃ. ৯৬; সফি আল-রহমান আল- মুবারকপুরী : *আল-রাহীক আল-আখতুম*, (মক্কা আল-মুকাররমা, রাবিতা আল- 'আলম আল-ইসলামী, ১৯৯৪খ্রি.), ১৮৬; মুহাম্মদ ইবনে ওমর আল-ওয়াকিদী : *কিতাব আল-মাগাযী*, খ. ১ম, (লন্ডন : অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস, ১৯৬৬খ্রি.) পৃ. ১৭৬।

২৩ ইবনে হিসাম : *আস-সীরাতুন নাবাবিয়া*, খ, ১ম-২য়, (বৈরূত : তা.বি.), পৃ-৫০১; আহমাদ যাকী সাফাওয়াত : *জামাহারাতুল রাসাইলিল আরাবা*, খ. ১ম, (বৈরূত : ১৯৭৩ খ্রি.) পৃ- ৩১-৩৫; আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইবন আলী : *আল-মিসবাহুল মুদ্বী ফী কুত্তাবিন্নাবিয়্যি (সা.)*, খ. ২য়, (বৈরূত : ১৯৮৫খ্রি.) পৃ. ০৫-১০।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

আল-হাদীসের নির্দেশনায় শান্তি প্রতিষ্ঠা

শান্তি ও সৌহার্দ্য প্রতিষ্ঠায় সালাম

সালামের তাৎপর্য

সালামের গুরুত্ব

সালামের নিয়ম

আল-হাদীসের নির্দেশনায় শান্তি প্রতিষ্ঠা

বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার নিমিত্তে আল-কুর'আনের নির্দেশনার পাশাপাশি আল-হাদীসের নির্দেশনাও উম্মতের জন্য রাসূলুল্লাহ (সা.) নির্দেশ দিয়েছেন। মহান আল্লাহ তা'আলা বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য রাসূলুল্লাহ (সা.) কে প্রেরণ করে বৃহত্তম সমাজ জীবনে শান্তি, সাম্য, ভালোবাসা, ভ্রাতৃত্ববোধ, পরস্পরের প্রতি অধিকার ও দায়িত্ববোধে উজ্জীবিত করে শান্তি প্রতিষ্ঠার নিমিত্তে (কুর'আনের পাশাপাশি) তাঁর অসংখ্য হাদীসের মাধ্যমে নির্দেশনা প্রদান করেছেন। এ মর্মে কয়েকটি হাদীস উপস্থাপন করা হলো :

(এক) রাসূলুল্লাহ (সা.) একজন অপর জনের সাথে সাক্ষাত হওয়ার সাথে সাথে (পরিচিত অপরিচিত) সকলের প্রতি শান্তি কামনার নির্দেশ করেছেন । যা হাদীসের বিখ্যাত কিতাব সহীহুল বুখারী,[৭০] সহীহ্ লি-মুসলিম,[৭১] সুনানু আবী দাউদ,[৭২] সুনানুন নাসাঈ,[৭৩] সুনানু ইব্ন মাজাহ,[৭৪] সহীহ ইব্ন হিব্বান শরীফে এভাবে বর্ণিত হয়েছে-

---

৭০ *সহীহুল বুখারী*, খ. ১ম, পরিচ্ছেদ- باب إطعام الطعام من الإسلام, হাদীস নং-১০।

৭১ *সহীহ্ লি-মুসলিম*, খ.১ম, কিতাবুল 'ঈমান অধ্যায়ের باب بَيَانِ تَفَاضُلِ الإِسْلاَمِ وَأَىُّ أُمُورِهِ أَفْضَلُ হাদীস নং-১৬৯।

৭২ *সুনানু আবী দাউদ*, পরিচ্ছেদ- بَاب فِي إِفْشَاءِ السَّلاَمِ, হাদীস নং-৪৫২০।

৭৩ *সুনানুন নাসাঈ*, পরিচ্ছেদ- أَىُّ الإِسْلاَمِ خَيْرٌ, হাদীস নং-৪৯১৪।

যেনা ব্যভিচারের ভয়ানক পরিণতি

বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার নিমিত্তে উম্মতের জন্য মহান আল্লাহর নির্দেশে রাসূলুল্লাহ (সা.) সমাজে যিনা-ব্যভিচার করা থেকে বিরত থাকার কঠোর নির্দেশের পাশাপাশি যিনা-ব্যভিচারের ভয়ানক পরিণতির কথা উল্লেখ করেছেন। মহান আল্লাহ তা'আলা ও রাসূলুল্লাহ (সা.) যিনা-ব্যভিচারের মারত্মক খারাপ পরিণতি ঘোষণা করেছেন। যিনা একটি অত্যন্ত জঘন্য ও কুৎসিত অপরাধ, যা সমাজে চরম নৈতিক বিপর্যয় ও চরম লাম্পট্য সৃষ্টি করে এবং পারিবারিক বন্ধনকে ছিন্ন ভিন্ন করে দেয়। এটা ব্যাপকভাবে সমাজে প্রসার লাভ করলে যুবক-যুবতীরা সনাতন বিবাহ পদ্ধতিতে জড়িত না হয়ে পশুদের মতো চরম পাশবিক যৌনতায় মেতে ওঠবে।

বর্তমানে পশ্চিমা সমাজে যৌন স্বাদ আস্বাদনের কোন সীমা বা নৈতিক বিধি-নিষেধের পরোয়া করা হয় না। যিনা সে সমাজে নিতান্ত ব্যক্তিগত রুচির ব্যাপার রূপে গণ্য। এ কারণেই সেখানে পরিবার ও সমাজ ব্যবস্থা আজ চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন। তদুপরি এ অবৈধ যৌনকর্ম এইড্স নামক মারাত্মক ঘাতক ব্যাধির জন্ম দিয়েছে। এর ফলেই আজ বিশ্বের সচেতন জনসমাজ যিনা পরিহার করে ধর্মীয় বিধান অনুযায়ী বিবাহের মাধ্যমে যৌনকর্ম সমাধার জন্য প্রতিনিয়ত আহবান জানাচ্ছে।

অবিবাহিত ব্যভচারিণী ও ব্যভিচারীর শাস্তি প্রসংগে সহীহুল বুখারীতে উল্লেখ করা হয়েছে এভাবে- ''আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) অবিবাহিত যুবক ও যুবতীর যেনা করার জন্য তাদের ওপর শাস্তি স্বরূপ এক বছরের জন্য দেশান্তর করার জন্য নির্দেশ করেছেন।''[২৫৪] আর বিবাহিত ব্যভচারিণী ও ব্যভিচারীর শাস্তি হলো 'রজম' বা পাথর মেরে মৃত্যুর নিশ্চিতের মাধ্যমে শাস্তি প্রদান করা।

এ প্রসংগে সহীহুল বুখারীতে উল্লেখ করা হয়েছে এভাবে- ''জাবের ইব্ন আবদুল্লাহ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আসলাম গোত্রের জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট এসে বললো, সে যিনা করেছে, (এবং এর প্রমাণ স্বরূপ) নিজ দেহের ওপর চারবার সাক্ষ্যও প্রদান করলো। তার কথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সা.) শাস্তির নির্দেশ করলেন। অতপর তাকে (রজম) পাথর মেরে হত্যা করা হলো। বস্তুত সে ছিলো একজন বিবাহিত লোক।''[২৫৫] বিবাহিত

---

২৫৪ ইমাম বুখারী : *সহীহুল বুখারী*, হাদীস নং- ৬৮৩৩।

২৫৫ পূর্বোক্ত, হাদীস নং- ৬৮১৪।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সম্পদ আত্মসাৎ নিষিদ্ধ

সম্পদ আত্মসাৎ নিষিদ্ধ

ইসলাম আগমণের পূর্বে 'জোর যার মুল্লুক তার' নীতি বিরাজমান ছিল। শান্তি প্রতিষ্ঠার নিমিত্তে রাসূলুল্লাহ (সা.) সকল প্রকার সম্পদ আত্মসাৎ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। খোলাফায়ে আরবা'আগণ তা ভালোভাবে সমাজে বাস্তবায়ন করেন। অপরের সম্পদ ও সরকারী সম্পদ আত্মসাৎ করা জঘন্য পাপ। এ প্রসংগে মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন-

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

-''কেউ অন্যায়ভাবে কিছু গোপন করলে, যা সে অন্যায়ভাবে গোপন করবে কিয়ামতের দিন সে তা নিয়ে আসবে। অতঃপর প্রত্যেকে যা সে অর্জন করেছে, তা পূর্ণমাত্রায় দেয় হবে। তাদের প্রতি কোন যুলুম করা হরে না।"[১৬১৬] যে ব্যক্তি মুসলিমের সম্পদ আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যে মিথ্যা কসম করে, তার ঠিকানা জাহান্নাম। এ প্রসংগে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন-

عَنْ أَبِى أُمَامَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ فَقَدْ أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ النَّارَ وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ.

-''আবূ উমামা (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন- ''যে ব্যক্তি মুসলিমের সম্পদ আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যে মিথ্যা কসম করে, আল্লাহ তার জন্য জাহান্নাম ওয়াজিব ও জান্নাত হারাম করেছেন।"[১৬১৭] অন্যায়ভাবে অপরের

১৬১৬ আল-কুর'আনুল কারীম : *সূরা আল-'ইমরান*, আয়াত নং : ১৬১।

১৬১৭ *সহীহ্ লি-মুসলিম*, ঈমান অধ্যায়ের ৬৪ নং পরিচ্ছেদ। এ সম্পর্কে হাদীসের (নং-৩৭৭) মূল পাঠ হলো-

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

- ✧ ফারায়েজ
- ✧ উত্তরাধিকারিত্বের যথার্থ বাস্তবায়ন
- ✧ পদ মর্যাদা অনুযায়ী বেতন-ভাতা নির্ধারণ
- ✧ সরকারী অর্থের সমবন্টন
- ✧ দারিদ্র বিমোচন ও বয়স্ক ভাতা প্রচলন
- ✧ সুষ্ঠুভাবে কর প্রদানের ব্যবস্থা

ফারায়েজ

মানুষের দু'টি অবস্থা। জীবন আর মরণ। ফারায়েজ বিদ্যায় বেশির ভাগ বিধি বিধান মৃত্যুর সাথে সম্পৃক্ত। ফারায়েজ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করারকে হাদীসের পরিভাষায় সকল জ্ঞানের অর্ধেক বলা হয়েছে। জাহিলি যুগের লোকেরা ছোটদেরকে বঞ্চিত করে শুধু বড়দেরকে মিরাস দিতো এবং মহিলাদের বঞ্চিত করে কেবল পুরুষদেরকে উত্তরাধিকার দিতো।

আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক ইনসাফের ভিত্তিতে ফারয়েজ সকলের অধিকার নিশ্চিত করেছে। বিশেষভাবে নারী জাতিকে মৃত ব্যক্তির সম্পত্তিতে অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছে।[১৫৫৮] ফারায়েজের গুরুত্ব প্রদানে আল্লাহ বলেন- "পিতা মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পুরুষের অংশ আছে এবং পিতা মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের সম্পত্তিতে নারীদেরও অংশ আছে, অল্প হোক কিংবা বেশি। এ অংশ নির্ধারিত।"[১৫৫৯]

১৫৫৮ আত-তুওয়াইজিরী, মুহাম্মদ ইব্ন ইব্রাহীম, সংকলন: মো: নুরুল ইসলাম মণি ও মো: রফিকুল ইসলাম : *কোরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে রাসূল (সা.) লেনদেন ও বিচার ফয়সালা করতেন যেভাবে*, (ঢাকা: পিস পাবলিকেশন, ২০১১ খ্রি:), পৃ. ২৬৪-২৬৫।

১৫৫৯ আল-কুর'আনুল কারীম : *সূরা আন্ নিসা*, আয়াত নং- ০৭-০৮।

হযরত বিশরে হাফীর তাওবার ঘটনা:.....৭৫
বনী ইসরাইলের এক ব্যক্তির তাওবার ঘটনা:.....৭৬
হযরত মুসা (আঃ) এর যুগে জনৈক পাপীর তাওবা ও রোনাযারী: ৭৭
জনৈক যুবকের আত্মোৎসর্গের ঘটনা: ৭৬
কবি আবু নাউয়াসের তাওবা ও মুনাজাত:.....৮০
আরবী পদ্যের একটি মুনাজাত:.....৮০
জনৈক কামারের ঘটনা: ৮২
জনৈক কসাইয়ের ঘটনা:.....৮৩

পঞ্চম অধ্যায়

গুনাহর রোগের কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ ঔষধ: ৮৫
১- আল্লাহর প্রতি লজ্জাবোধ:.....৮৫
লজ্জার ফযিলত: ৮৫
হায়া-লজ্জার বাস্তবতা: ৮৫
নির্লজ্জতার পরিণাম: ৮৬
লজ্জা দুই প্রকার:.....৮৭
লজ্জা সম্বন্ধে আকাবিরে দীনের অভিমত: ৮৮
প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর লজ্জা: ৮৯
হযরত আদম (আঃ) এর লজ্জাশীলতা: ৯০
হযরত দাউদ (আঃ) এর লজ্জাশীলতা:.....৯১
হযরত ইউসুফ (আঃ) এর লজ্জাশীলতা:.....৯১
হযরত আবু মুসা আশআরী (রাঃ) এর লজ্জাশীলতা:.....৯১
হযরত আবু বকর (রাঃ) এর লজ্জাশীলতা: ৯১
জনৈক লজ্জাশীলের ঘটনা:.....৯২
আল্লাহ তা'আলার হাযির-নাযির থাকার বিশ্বাস: ৯২
'তবে আল্লাহ কোথায়?' একটি ঘটনা: ৯৩
উমর না জানলেও তার খোদা জেনে যাবে!: ৯৩
এখনও একটি দরজা খোলা আছে:.....৯৪
একটি শিক্ষণীয় ঘটনা:.....৯৫
জনৈক আল্লাহ ওয়ালার নসীহত:.....৯৫

ষষ্ঠ অধ্যায়

আল্লাহর ভয়:..... ৯৬
খোদাভীতির ফযিলত: ৯৬
খোদাভীতি সম্পর্কে মনীষীদের বাণী: ৯৭
কিফলের খোদাভীতির ঘটনা: ৯৮
জনৈক আবেদের পথচ্যুতি ও আল্লাহর ভয়ে তাওবা করা: ১০০
জনৈক ক্রীতদাসের খোদাভীতির ঘটনা: ১০১
জনৈক আল্লাহ ওয়ালার খোদাভীতির ঘটনা: ১০২
জনৈক যুবকের আল্লাহর ভয়ে গুনাহ বর্জন এবং মৃত্যুর ঘটনা:..... ১০৪
আল্লাহ তা'আলার নেয়ামতের কথা স্বরণ করা: ১০৫
ইবরাহীম বিন আদহামের হাতে জনৈক পাপিষ্ঠের তাওবা: ১০৫
আল্লাহর নেয়ামত উপলব্ধি করে জনৈক মদখোরের তাওবা: ১০৭
মৃত্যু, কবর ও হাশরের বিভীষিকাময় পরিস্থিতির মুরাকাবা করা: ১০৮
কুরআনে কারীমে আখেরাতের চিন্তা-ফিকিরের প্রতি উৎসাহ প্রদান:..... ১০৮
হাদীসে আখেরাতের ফিকিরের প্রতি উৎসাহ প্রদান:..... ১১০
কবরের চিন্তায় হযরত উসমান (রাঃ) এর ক্রন্দন:..... ১১২
বুযুর্গানে দ্বীনের অমীয় বাণী: ১১২
হযরত উমর ইবনে আব্দুল আযীয (রহঃ) এর পরজগতের চিন্তা: ১১৩
হযরত উমর ইবনে আব্দুল আযীয (রহঃ) এর আরেকটি ঘটনা:..... ১১৪
ইমামে আজম আবু হানীফা (রহঃ) এর পরকালের ভয়:..... ১১৫
হযরত রবী ইবনে খাইসামের অবস্থা:..... ১১৬
সুলাইমান ইবনে আব্দুল মালিকের ঘটনা: ১১৬
খলীফা হারুনুর রশীদের আখেরাত স্বরণে ক্রন্দন: ১১৭
আব্দুল্লাহ ইবনে মারযুকের ফিকরে আখেরাত: ১১৭
হাকীমুল উম্মত আশরাফ আলী থানবী (রহঃ) এর পক্ষ থেকে গুনাহ বর্জনের দুর্লভ ঔষধ: ১১৮
পরিশিষ্ট ১২০

সপ্তম অধ্যায়

কবীরা গুনাহ

আল্লাহর সাথে শরীক করা ১২১
হত্যা বা খুন করা ১২২

নামায না পড়া..... ১২৩
যাকাত না দেওয়া..... ১২৫
পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া..... ১২৬
সুদ খাওয়া..... ১২৮
অন্যায়ভাবে এতিমের মাল খাওয়া (গ্রহণ করা)..... ১২৯
ব্যাভিচার/যিনা করা..... ১৩০
জালেম, ধোকাবাজ ও স্বৈরশাসক হওয়া..... ১৩১
মদ পান..... ১৩৩
অহংকার, গৌরব, দম্ভ, স্বার্থপরতা ও আত্মগর্ব করা..... ১৩৪
মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া..... ১৩৫
জাতীয় কোষাগার ও গনীমতের মাল আত্মসাৎ করা..... ১৩৬
অন্যায়ভাবে অপরের ধন-সম্পদ গ্রহণ করা..... ১৩৮
চুরি করা..... ১৩৯
ডাকাতি করা..... ১৩৯
কথায় কথায় মিথ্যা বলা..... ১৪০
আত্মহত্যা করা..... ১৪১
অন্যায় বিচার করা..... ১৪২
স্ত্রীর প্রতি সু-ধারণা রেখে তাকে পরপুরুষের সাথে অবাধ
মেলা-মেশার সুযোগ দেওয়া..... ১৪৩
মহিলা পুরুষের আর পুরুষ মহিলার বেশ-ভূষা গ্রহণ করা..... ১৪৪
মৃত রক্ত ও শুকরের গোশত ভক্ষণ করা..... ১৪৪
পেশাবের ছিটা হতে বেঁচে না থাকা..... ১৪৫
রিয়া তথা লৌকিকতা..... ১৪৫
খেয়ানত বা বিশ্বাসঘাতকতা করা..... ১৪৬
খোটা দেওয়া বা অনুগ্রহ করে প্রচার করে বেড়ানো..... ১৪৭
অভিশাপ দেওয়া..... ১৪৭
জ্যোতিষী ও গণকের কথা বিশ্বাস করা..... ১৪৮
স্বামীর অবাধ্য হওয়া..... ১৪৯
আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা..... ১৫০
কাপড় দেয়াল প্রভৃতিতে চিত্রাঙ্কন করা..... ১৫১
পরনিন্দা বা সমালোচনা করা..... ১৫২